সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১	কিছু কথা	২
২	প্রাথমিক শিক্ষায় ইনোভেশন	৩
৩	অনলাইন সেবা ও প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন	৫
৪	আর নয় টেনশন, সময় মত পেনশন।	৮
৫	ক্ষুদে বক্তা	১১
৬	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়ায় শ্রেণি পাঠদান বৃদ্ধিকরণ।	১৩
৭	ইন্টারনেট ভিত্তিক “জানতে চাই কর্নার”	১৫
৮	স্টুডেন্ট অব দ্যা ডে	১৮

কিছু কথা

সরকারি দপ্তরে ইনোভেশন চর্চা এখন সরকারিভাবে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। নাগরিক সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ইনোভেশন বা উদ্ভাবন চর্চা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সরকারি দপ্তরে কর্মরত থেকে হাত পা গুটিয়ে রেখে নাগরিক ভোগান্তি বৃদ্ধি করার সুযোগ নেই। এজন্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারীকে উদ্ভাবনী চিন্তা চেতনার প্রয়োগ ঘটাতে হবে। ইনোভেশন বা উদ্ভাবন বলতে কোন প্রতিষ্ঠান হতে যে সকল সেবা দীর্ঘদিন যাবত প্রদান করা হচ্ছে সেবা প্রদানকারী ঐসকল সেবা তার মেধা, যোগ্যতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে এমনভাবে প্রদান করবেন যেন সেবাগ্রহীতা পূর্বের তুলনায় বিনা হয়রানিতে অতি অল্প সময়ে, অল্প খরচে ও কম যাতায়াত করে গ্রহণ করতে পারেন। অপরদিকে, সেবা প্রদানকারীর সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও পূর্বের তুলনায় কম খরচ, কম সময় লাগবে এবং সেবা প্রদানের প্রক্রিয়াটি টেকসই হবে। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে বিদ্যালয় হতে শুরু করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পর্যন্ত সকল দপ্তরে উদ্ভাবনী চিন্তার বিকাশ ঘটাতে হবে। ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে ইনোভেশন কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদান ও স্বীকৃতির জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে আইডিয়া বক্স চালু করা হয়েছে যেখানে সমগ্র বাংলাদেশের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাদের উদ্ভাবনী ধারণা অনলাইনে দাখিল করছেন। আইডিয়া বক্সে দাখিলকৃত ইনোভেশন আইডিয়াগুলো যাচাই বাছাই করে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। পুস্তিকাটিতে ইনোভেশন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রাথমিক শিক্ষায় ইনোভেশনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিবেচনা করে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ইনোভেশন আলোচনা করা হয়েছে। পুস্তিকাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং প্রাথমিক শিক্ষার সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

-লেখক: উদ্ভাবক ও উপজেলা শিক্ষা অফিসার।

প্রত্যাশিত ফলাফল: ১. শিক্ষার্থীদের মাঝে ভাল কাজের প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হবে, ২. নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ঘটবে ও ৩. প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন হবে।

প্রকল্প এলাকা ও মেয়াদ: কুষ্টিয়া ও ১২ মাস।

যশোর সদর উপজেলার হাটবিলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্টুডেন্ট অব দ্যা ডে কার্যক্রমের উদ্বোধন করছেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. সিরাজুল ইসলাম।

যে কারণে উদ্ভাবনী: শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটানো।

নাজির শংকরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্টুডেন্ট অব দ্যা ডে শিক্ষার্থীকে পুরস্কার প্রদান করছেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, যশোর ও উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সদর, যশোর।

প্রয়োজনীয় বাজেট: ১৫০০০.০০ টাকা।

ইনোভেশন নম্বর-৬

উদ্ভাবনী ধারণার শিরোনাম: "স্টুডেন্ট অব দ্যা ডে"

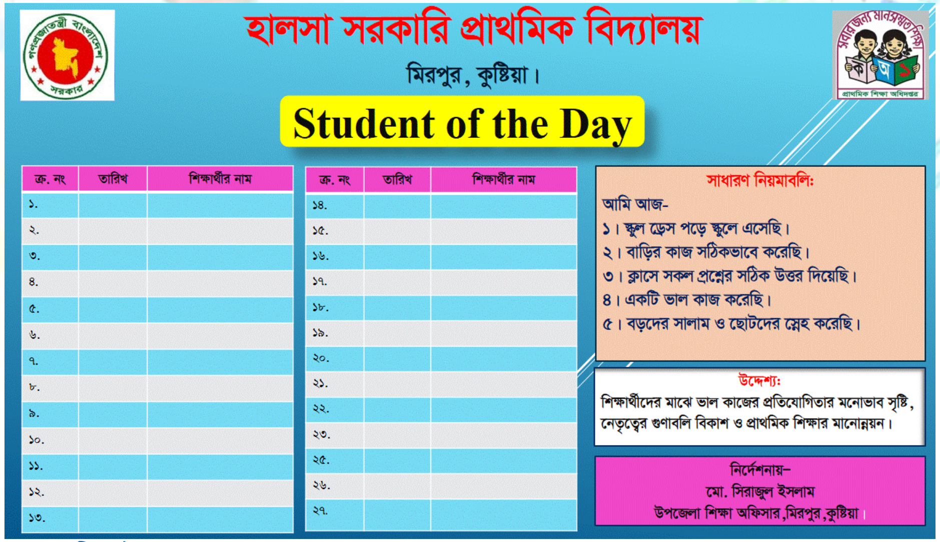

হালসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

মিরপুর, কুষ্টিয়া।

Student of the Day

ক্র. নং	তারিখ	শিক্ষার্থীর নাম
১.		
২.		
৩.		
৪.		
৫.		
৬.		
৭.		
৮.		
৯.		
১০.		
১১.		
১২.		
১৩.		

ক্র. নং	তারিখ	শিক্ষার্থীর নাম
১৪.		
১৫.		
১৬.		
১৭.		
১৮.		
১৯.		
২০.		
২১.		
২২.		
২৩.		
২৫.		
২৬.		
২৭.		

সাধারণ নিয়মাবলি:

আমি আজ-

১। স্কুল ড্রেস পড়ে স্কুলে এসেছি।
২। বাড়ির কাজ সঠিকভাবে করেছি।
৩। ক্লাসে সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছি।
৪। একটি ভাল কাজ করেছি।
৫। বড়দের সালাম ও ছোটদের স্নেহ করেছি।

উদ্দেশ্য:

শিক্ষার্থীদের মাঝে ভাল কাজের প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি, নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ ও প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন।

নির্দেশনায়-
মো. সিরাজুল ইসলাম
উপজেলা শিক্ষা অফিসার,মিরপুর,কুষ্টিয়া।

উদ্ভাবনটির উদ্দেশ্য:

শিক্ষার্থীদের মাঝে ভাল কাজের প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি, নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ ও প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন।

উদ্ভাবনটি বাস্তবায়ন কৌশল:

শ্রেণি শিক্ষক প্রতিদিনের সেরা শিক্ষার্থী তথা স্টুডেন্ট অব দ্যা ডে বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করবেন:

১। শিক্ষার্থী স্কুল ড্রেস পড়ে স্কুলে এসেছে।
২। বাড়ির কাজ(হাতের লেখা, ওয়ান ডে ওয়ান ওয়ার্ড ও রিডিং পড়া) সঠিকভাবে করেছে।
৩। ক্লাসে সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে।
৪। একটি ভাল কাজ করেছে।
৫। বড়দের সালাম ও ছোটদের স্নেহ করেছে ইত্যাদি।

শ্রেণি ভিত্তিক যে শিক্ষার্থী উপর্যুক্ত বিষয়গুলো সবচেয়ে বেশি ও সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবে ঐ শিক্ষার্থী ঐদিনের জন্য স্টুডেন্ট অব দ্যা ডে হবে এবং শ্রেণি শিক্ষক তার নাম রেজিস্টারে লিখে রাখবেন। এইভাবে একটি শ্রেণিতে সর্বোচ্চ সংখ্যকবার স্টুডেন্ট অব দ্যা ডে হওয়া শিক্ষার্থী হবে স্টুডেন্ট অব দ্যা মান্থ। মা সমাবেশ বা অন্য কোন অনুষ্ঠানে সর্বোচ্চ সংখ্যকবার স্টুডেন্ট অব দ্যা ডে হওয়া শিক্ষার্থীকে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার দিতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষায় ইনোভেশন

নাগরিক সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ইনোভেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষায় সেবা প্রদান ও গ্রহণকারী উভয়ই আছেন। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও অংশীজন নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। মানসম্মত ও গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে বিদ্যালয় হতে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায় তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পর্যন্ত কতিপয় সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ইনোভেশন বা উদ্ভাবনী ধারণার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় মাঠ পর্যায় হতে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত অসংখ্য ইনোভেশন চর্চা হচ্ছে যা প্রাথমিক শিক্ষায় ঈর্ষণীয় সাফল্য এনে দিয়েছে।

ইনোভেশন চর্চা নিয়ে সেবা প্রদানকারীদের অনেকের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। অনেকেই মনে করেন ইনোভেশন(Innovation) বলতে নতুন কোন কিছু আবিষ্কার করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। আবার অনেকেই ইনোভেশন বলতে শুধু প্রযুক্তির ব্যবহার করে সেবা প্রদানের বিষয়টি চিন্তা করেন। কেউ কেউ ইনোভেশন বাস্তবায়নে অনেক অর্থের প্রয়োজন হবে এমন ধারণা পোষণ করে ইনোভেটিভ বা উদ্ভাবনী চিন্তা চেতনা করা থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখেন। নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বা ইনোভেশন বলতে মূলতঃ কোন প্রতিষ্ঠান হতে যে সকল সেবা দীর্ঘদিন যাবত প্রদান করা হচ্ছে সেবা প্রদানকারী ঐসকল সেবা তার মেধা, যোগ্যতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে এমনভাবে প্রদান করবেন যেন সেবাগ্রহীতা পূর্বের তুলানায় বিনা হয়রানিতে অতি অল্প সময়ে, অল্প খরচে ও কম যাতায়াত করে গ্রহণ করতে পারেন। অপরদিকে, সেবা প্রদানকারীর সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও পূর্বের তুলনায় কম খরচ, কম সময় লাগবে এবং সেবা প্রদানের প্রক্রিয়াটি টেকসই হবে। এক্ষেত্রে মশা মারতে কামান দাগা অবস্থার সৃষ্টি হলে কাজটি ইনোভেটিভ হবে না।

বাংলাদেশে সরকারি প্রতিষ্ঠানে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনের ধারণাটি ২০১৪ সালে গ্রহণ করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট হতে ২০১৪ সালে প্রথম কর্মকর্তাদের নিকট হতে তাদের নিজস্ব উদ্ভাবনী ধারণা(Innovative

Ideas) প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জনানো হয়। পত্রে পাবলিক সেক্টরে উদ্ভাবন(Innovation) বা নতুন প্রবর্তন বলতে সেবার মানোন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে আরও দক্ষতার সাথে কাজ করাকে বুঝানো হয়েছে। নাগরিকদের বিড়ম্বনা ও ব্যয় হ্রাস এবং তুলনামূলকভাবে কম সময়ে একটি সেবা প্রদান নিশ্চিত করা। ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও কোন সমস্যার গতানুগতিক বা রুটিন সমাধানের পরিবর্তে বিকল্প বা নতুন সমাধান বের করা, যা জনগণের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য এবং

যার মাধ্যমে- পদ্ধতিগত জটিলতা কমবে; সেবার মানোন্নয়ন ঘটবে; কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের সম্পৃক্ততা বাড়বে এবং জনগণের জন্য তা অধিক ফলপ্রসূ হবে।

সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মেধা, প্রজ্ঞা ও উদ্ভাবনী ধারণাসমূহকে সরকার জনকল্যাণে লাগাতে চায়। এজন্য উদ্ভাবনী ধারণাটি বাস্তবায়নযোগ্য করার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে। যেমন- প্রস্তাবিত উদ্ভাবনী ধারণাটি সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বা উন্নতি সাধন করবে; প্রস্তাবিত উদ্ভাবনী ধারণাটি সেবা গ্রহীতা শ্রেণির চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে এবং প্রত্যাশিত সুফল বয়ে আনবে; প্রস্তাবিত উদ্ভাবনী ধারণাটি স্থানীয় সমস্যা হ্রাসকরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করবে; উদ্ভাবনী ধারণাটি সফল হলে সমজাতীয় অন্য কোন ক্ষেত্রে বাস্তবায়নযোগ্য হবে এবং অন্যান্য নীতিনির্ধারণী তা মডেল হিসাবে বাস্তবায়নযোগ্যতা(Replicability) অর্জন করবে।

প্রাথমিক শিক্ষায় সহকারী শিক্ষক হতে শুরু করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে এবং ব্যাপক সফলতা আসায় প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আকরাম আল হোসেন মহোদয়ের পঠন ও লিখন শৈলী অর্জন এবং ইংরেজি ও বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়ান ডে ওয়ান ওয়ার্ড উদ্ভাবনী ধারণাটি সমগ্র বাংলাদেশে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একযোগে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইনোভেশনটি বাস্তবায়ন করার ফলে শিক্ষার্থীরা অল্প সময়ের ব্যবধানে সাবলীলভাবে রিডিং পড়ার যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে এবং তাদের প্রতিদিন একটি করে বাংলা ও ইংরেজি শব্দ শেখানোর ফলে শব্দ ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে।

প্রকল্প এলাকা ও মেয়াদঃ যশোর ও ১২ মাস।

যে কারণে উদ্ভাবনীঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রযুক্তি থাকলেও বহুমুখী ব্যবহার ছিল না। প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহার করে অজানা বিষয় জানার প্রচেষ্টার একটি মাধ্যম জানতে চাই কর্নার।

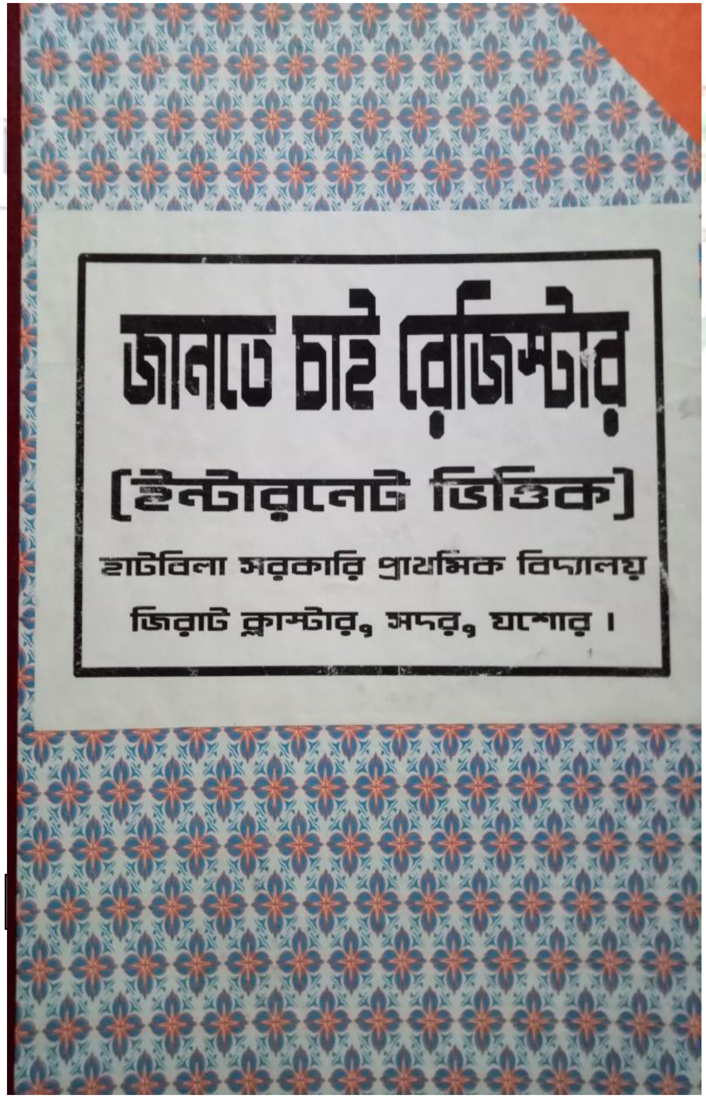

ছবিঃ ইন্টারনেট ভিত্তিক জানতে চাই কর্নারে ব্যবহারের জন্য রেজিস্টার।

প্রয়োজনীয় বাজেটঃ ৪০০০.০০ টাকা।

বাজেট বিভাজনঃ ১. ইন্টারনেট বিল ১২ মাসের জন্য - ১২x৩০০= ৩৬০০ টাকা। ২. একটি ব্যানার- ৩০০ টাকা এবং ৩. একটি রেজিস্টার ১০০ টাকাসহ সর্বমোট খরচ ৪০০০.০০ টাকা মাত্র।

প্রস্তাবিত সমাধান: জ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থীরা কি বিষয় সম্পর্কে জানতে চায় তা এই কর্নারে রক্ষিত একটি রেজিস্টারে লিখে রাখবে। শ্রেণি শিক্ষক অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জানতে চাওয়ার বিষয়টি ইন্টারনেটে গুগল সার্চ করে কিংবা ইউটিউবের মাধ্যমে সচিত্র প্রদর্শন করাবেন।

বাস্তবায়ন কৌশল: বিদ্যালয়েরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে জানতে চাই কর্নারে রক্ষিত রেজিস্টারে শিক্ষার্থীরা তাদের নাম, শ্রেণি ও রোল নম্বর উল্লেখ করে তাদের জনতে চাওয়ার বিষয়টি লিখে রাখবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক একটি নির্দিষ্ট দিন ও সময়ে রেজিস্টার দেখে শিক্ষার্থীদের জানতে চাই কর্নারে উপস্থিত করে গুগল ও ইউটিউব সার্চ করে শিক্ষার্থীদের অজানা বিষয়টি প্রজেক্টরে সচিত্র প্রদর্শন করবেন।

যশোর সদর উপজেলার হাটবিলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জানতে চাই কর্নার উদ্বোধন করছেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. সিরাজুল ইসলাম।

প্রত্যাশিত ফলাফল: ১. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নতুন নতুন অজানা বিষয় সম্পর্কে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হবে, ২. প্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে, ৩. প্রযুক্তি ব্যবহারে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে, ৪. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরে সচিত্র প্রদর্শনের ফলে অজানা বিষয়টি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বেশি দিন মনে থাকবে।

প্রাথমিক শিক্ষায় মো. সিরাজুল ইসলামের কতিপয় ইনোভেশন

ইনোভেশন নম্বর-১

অনলাইন সেবা ও প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিদ্যালয়ের কাজে ও ব্যক্তিগত নানা কাজে প্রায়ই শিক্ষা অফিসে আসতে হয়। শিক্ষা অফিস থেকে কোন কোন বিদ্যালয় চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আবার কোন কোন উপজেলা দুই তিনটি নদী দ্বারা বিভক্ত হওয়ায় নদী ও চর অতিক্রম করে উপজেলা শিক্ষা অফিসে আগমন বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রমে ক্ষতিগ্রস্তের পাশাপাশি সময় ও অর্থের ব্যাপক অপচয় ঘটে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ সাধারণত বিভিন্ন প্রকার আবেদন ও ছুটি সংক্রান্ত কাজে যেমন-নৈমিত্তিক ছুটি,চিকিৎসাজনিত ছুটি,চিকিৎসাজনিত ছুটি শেষে বিদ্যালয়ে যোগদানের অনুমতি,সংরক্ষিত ছুটি,পিটি আই পাশের পর স্কেল পরিবর্তনের আবেদন,মাতৃত্বকালীন ছুটি,মাতৃত্বকালীন ছুটি শেষে বিদ্যালয়ে যোগদানের আবেদন এবং অন্যান্য তথ্য উপাত্ত প্রদানের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে উপজেলা শিক্ষা অফিসে আসেন। উল্লিখিত ছুটি ও আবেদনসমূহ এবং তথ্য উপাত্তসমূহ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অথবা বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী কোন বাজারের কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের দোকান থেকে আবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ই-মেইলের মাধ্যমে উপজেলা শিক্ষা অফিসে প্রেরণ করলে এবং উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে আবেদন সমূহ মঞ্জুর করে প্রেরক ই-মেইলে প্রেরণ করার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সেবাটি প্রদান করা হয়। প্রেরক ই-মেইল থেকে সেবা গ্রহীতাকে তার সুবিধামত সময় মঞ্জুর পত্রটি প্রিন্ট করে নিতে হয়। এতে করে সেবা প্রত্যাশী শিক্ষককে কষ্ট করে দূর-দূরান্ত থেকে উপজেলা শিক্ষা অফিসে আসার প্রয়োজন হয় না। ফলে ঐ শিক্ষক পাঠদান কার্যক্রমে সময় দেয়ার পাশাপাশি অর্থ ও সময় দুইটিরই অপচয় রোধ করতে পারবেন।

১. প্রেক্ষাপট : প্রকল্পটি চালুর পূর্বে দূর দূরান্ত থেকে শিক্ষকদের উপজেলা শিক্ষা অফিসে দৈনন্দিন সেবা গ্রহণের জন্য আসতে হতো। কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে তাঁদেরকে অফিসে বসে থাকতে হতো। একদিকে তাদের অর্থ ও সময় অপচয় হতো। অন্যদিকে বিদ্যালয়ে শ্রেণি কার্যক্রমে সময় দিতে পারতেন না। অনেক সময় সেবা না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যেতেন।

২. অগ্রাধিকার ও উদ্দেশ্যসমূহ :

- শিক্ষকবৃন্দের সময় ও অর্থের অপচয় রোধ করা।
- ১/২ জন শিক্ষক বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ রোধ করা ।
- উপজেলা শিক্ষা অফিসে এসে কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে বসে থাকতে না হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ।
- শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণি কার্যক্রমে বেশি সময় দিতে পারবেন।
- প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটানো।

৩. ব্যবহৃত সৃজনশীল পদ্ধতিসমূহ :

- প্রচলিত সেবার পরিবর্তে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার।
- সরাসরি সেবা নিতে না এসে ই-মেইলের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ।
- নিজের ব্যবহৃত স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ।

৪. প্রকল্প শুরু/ বাস্তবায়নের সময় কাল : ০৬ মাস

৫. প্রকল্প/ উদ্যোগের ফলে সৃষ্ট প্রভাব/ পরিবর্তন :

- অফিসে না এসেই শিক্ষকবৃন্দ সেবা গ্রহণ করতে পারছেন।
- সেবা গ্রহণে হয়রানি রোধ হয়েছে।
- অর্থ ও সময়ের অপচয় রোধ হয়েছে।
- প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটছে।

৬. অসাধারণ অর্জন :

(১) সেবা গ্রহণের জন্য শিক্ষকবৃন্দ পূর্বে অর্থ ও সময় অপচয় করে দূর দূরান্ত থেকে অফিসে আসতেন। এখন নিজের হাতে থাকা স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে আবেদন ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠিয়ে কাঙ্ক্ষিত সেবাটি প্রেরক ই-মেইলেই পেয়ে থাকেন। সেবাটির মঞ্জুর আদেশ সেবা প্রত্যাশী শিক্ষক তাঁর সুবিধজনক সময়ে প্রিন্ট করে নিতে পারবেন।

(২) পূর্বে শিক্ষকদেরকে সেবা গ্রহণের জন্য দূর দূরান্ত থেকে অফিসে আসার জন্য শ্রেণি কক্ষে সময় দিতে পারতেন না। এমনকি বিদ্যালয়ে ফিরে গিয়ে পূনরায় শ্রেণি কার্যক্রম অংশগ্রহণ করা তাদের জন্য সম্ভব হতো না। এখন সেবা নিতে অফিসে না আসার জন্য পূর্বের তুলনায় শ্রেণি কার্যক্রমে বেশি সময় দিতে পারেন।

যে কারণে উদ্ভাবনী: মাল্টিমিডিয়ায় শ্রেণি পাঠদান সংক্রান্ত তথ্য ছক পূরণ করার মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে মাল্টিমিডিয়ায় শ্রেণি পাঠদান বৃদ্ধি করা।

প্রয়োজনীয় বাজেট: ১৪০০০.০০ টাকা।

বাজেট বিভাজন: দশটি ক্লাস্টার হতে ১২ মাসে বাছাই করার জন্য ১০০০০.০০ টাকা এবং উপজেলা পর্যায়ে পুরস্কার প্রদানের জন্য ১৪০০০.০০ টাকা সহ সর্বমোট ২৪০০০.০০ টাকা।

ইনোভেশন নম্বর-৫

উদ্ভাবনী ধারণার শিরোনাম: ইন্টারনেট ভিত্তিক "জানতে চাই কর্নার"

যে সমস্যাটি সমাধান করতে চান তার বিবরণ: প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ করা হলেও কোন কোন বিদ্যালয়ে সুষ্ঠু ব্যবহার করা হচ্ছে না। জানতে চাই কর্নার স্থাপনের ফলে একদিকে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহার করা হবে । অন্যদিকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এই কর্নারের মাধ্যমে তাদের নতুন নতুন অজানা বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন।

ছবি: ইন্টারনেট ভিত্তিক জানতে চাই কর্নার

বাস্তবায়ন কৌশল: ১. আইসিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও মাল্টিমিডিয়ায় পাঠদানকারী সকল শিক্ষকের শ্রেণি পাঠদানের একটি মাস ভিত্তিক তথ্য ছক থাকবে, ২. মার্টিমিডিয়ায় পাঠদানের পর তারিখ অনুযায়ী পাঠদানের তথ্য ছকটি লিখে প্রধান শিক্ষক বা দায়িত্ব শিক্ষকের স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন, ৩. প্রধান শিক্ষক মাসিক মিটিং এর দিন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট তাঁর বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়ায় পাঠদানকারী শিক্ষকদের তথ্য ছক জমা দিবেন। ৪. সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার তাঁর ক্লাস্টারের মাল্টিমিডিয়ায় সর্বোচ্চ সংখ্যক পাঠদানকারী শিক্ষকের তালিকা প্রণয়ন করবেন এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট জমা দিবেন। ৫. উপজেলা শিক্ষা অফিসার মাল্টিমিডিয়ায় সর্বোচ্চ সংখ্যক পাঠদানকারী শিক্ষককে পুরস্কারের ব্যবস্থা করবেন।

মাল্টিমিডিয়ায় শ্রেণি পাঠদানের জন্য পুরস্কার

তথ্য ছক

শিক্ষকের নাম ও পদবি:... বিদ্যালয়ের নাম:............................পাঠদানের মাস:..........

তারিখ	পাঠদানের শ্রেণি	মাল্টিমিডিয়ায় পাঠদানের বিষয় ও শিরোনাম	পাঠ পরিকল্পনার সাথে পাঠের মিল আছে কিনা(হ্যাঁ/না)	পাঠটি পর্যবেক্ষণকারীর নাম ও পদবি	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর ও তারিখ

প্রত্যাশিত ফলাফল: ১. মাল্টিমিডিয়ায় শ্রেণি পাঠদান বৃদ্ধি পাবে, ২. শিশু শিক্ষার্থীরা সহজে শ্রেণি পাঠ বুঝতে পারবে, ৩. বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ ,মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে, ৪. শিক্ষকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে, ৫. ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ হবে ও ৬. প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন হবে।

প্রকল্প এলাকা ও মেয়াদ: যশোর ও ১২ মাস।

(৩) সেবা গ্রহণ করতে এসে কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে হতাশায় বসে থাকতে হতো। অনেক সময় তাদের কে সেবা না পেয়ে ফিরে যেতে হতো। এভাবে শিক্ষকবৃন্দ হয়রানীর শিকার হতেন।

(৪) পূর্বে সেবা নিতে আসা এবং যাওয়ার জন্য ২০০/- খরচ হলেও এখন তথ্য আদান প্রদান ও মঞ্জুর আদেশ প্রিন্ট করতে অর্থাৎ সেবাটি পেতে মাত্র ২০/- টাকা খরচ হয়। পূর্বে সেবা গ্রহণের জন্য দুই বার যাতায়াত করতে হলেও বর্তমান যাতায়াতের কোন প্রয়োজন নাই।

(৫) পূর্বের তুলনায় শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণি কার্যক্রমে বেশি সময় দিতে পারায় প্রাথমিক শিক্ষা মানোন্নয়ন ঘটছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

Certificate for Innovation

This is to certify that

Md. Serajul Islam

Upazila Education Officer, Mirpur, Kushtia

has demonstrated his exceptional participation in Primary Education through the innovation

'e-Management'

Md. Saber Hossain
Director (Administration) &
Innovation Officer
Directorate of Primary Education

Dr. Md. Abu Hena Mostofa Kamal, ndc
Director General
Directorate of Primary Education

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ইনোভেশন শোকেসিং মেলায় অনলাইন সেবা ও প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন শীর্ষক ইনোভেশন বাস্তবায়নের জন্য ই-ম্যানেজমেন্ট ক্যাটাগরিতে উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. সিরাজুল ইসলাম সফল উদ্ভাবকের পদক ও সনদ লাভ করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ইনোভেশন শোকেসিং মেলায় অনলাইন সেবা ও প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন শীর্ষক ইনোভেশন বাস্তবায়নের জন্য ই-ম্যানেজমেন্ট ক্যাটাগরিতে সফল উদ্ভাবকের পদক ও সনদ গ্রহণ করছেন

ইনোভেশন নম্বর-২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
(ইনোভেশন সেল)
সেকশন ২, মিরপুর, ঢাকা

উদ্ভাবনী ধারণা প্রস্তাবনা ফরম ২০১৯-২০

select * from idea_uploads where id='ID-101162'

আবেদনকারীর নাম: মো. সিরাজুল ইসলাম

পদবি ও কর্মস্থল: শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়,সদর, যশোর।

ঠিকানা: Khulna

মোবাইল নম্বর: ০১৭১৯৩১৫২১৫

ই-মেইল: adv.serajul@gmail.com

উদ্ভাবনী ধারণার শিরোনাম: আর নয় টেনশন, সময় মত পেনশন।

যে সমস্যাটি সমাধান করতে চান তার বিবরণ:

১.দ্রুততম সময়ে বিনা হয়রানিতে শিক্ষকদের পেনশন ও পিআরএল সুবিধা প্রদান। ২.প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের প্রতি শিক্ষকদের আস্থা তৈরি করা। ৩. প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকদের হয়রানি রোধ হওয়ায় মেধাবীরা শিক্ষকতায় আসবেন। ৪. প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটবে।

প্রস্তাবিত সমাধান: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ দীর্ঘ ৫৯ বছর শিক্ষকতার মাধ্যমে মানুষ গড়ার কারিগর হিসাবে দায়িত্ব পালন করার পর যাতে কোন প্রকার হয়রানি ছাড়াই দ্রুততম সময়ে পিআরএল ও পেনশন সেবা পেতে পারেন এজন্য এই প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্ড়বায়নের মাধ্যমে কোন প্রকার হয়রানি ব্যতীত অর্থ ও সময়ের অপচয় রোধ করে শিক্ষকবৃন কে তাদের কাঙিক্ষত সেবা প্রদান করা যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ দীর্ঘ ৫৯ বছর শিক্ষকতার মাধ্যমে মানুষ গড়ার কারিগর হিসাবে দায়িত্ব পালন করার পর যাতে কোন প্রকার হয়রানি ছাড়াই দ্রুততম সময়ে পিআরএল ও পেনশন সেবা পেতে পারেন এজন্য এই

ইসলামিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দৈনিক সমাবেশ শেষে স্টুডেন্ট অব দ্যা ডে এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের উপস্থিতিতে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী ক্ষুদে বক্তা হিসাবে বক্তব্য প্রদান করছেন।

ইনোভেশন নম্বর-৪

উদ্ভাবনী ধারণার শিরোনাম: প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়ায় শ্রেণি পাঠদান বৃদ্ধিকরণ।

যে সমস্যাটি সমাধান করতে চান তার বিবরণ: মাল্টিমিডিয়ায় শ্রেণি পাঠদানের প্রতি অনীহা দূর করা।

প্রস্তাবিত সমাধান: প্রায় প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকারিভাবে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ করা হলেও তা ব্যবহার করে নিয়মিত শ্রেণি পাঠদান হয় না। প্রতি মাসে ক্লাস্টার ভিত্তিক মাল্টিমিডিয়ায় সর্বোচ্চ সংখ্যক পাঠদানকারী শিক্ষককে বাছাই করে ক্লাস্টার/উপজেলা মাসিক সমন্বয় সভায় পুরস্কার প্রদান করে মাল্টিমিডিয়ায় শ্রেণি পাঠদান বৃদ্ধি করে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটানো।

প্রস্তাবিত সমাধান: প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠানে শিশু শিক্ষার্থীদের বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দিয়ে তাদেরকে কথা বলার সাহস যুগিয়ে বক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা।

বাস্তবায়ন কৌশল: প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা ও অভিভাবক সমাবেশ,বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ফলাফল ঘোষণার অনুষ্ঠান, শিক্ষক বদলিজনিত ও পঞ্চম শ্রেণির বিদায় অনুষ্ঠানের মত অনুষ্ঠান সমূহে উপজেলা শিক্ষা অফিসার ,সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও শিক্ষকবৃন্দের পাশাপাশি টার্গেটকৃত ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বের দিন বক্তব্য প্রদানের বিষয়টি জানিয়ে দিতে হবে। ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা বক্তব্য প্রদানের জন্য শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে প্রস্তুতি নিবে এবং অনুষ্ঠানের দিন বক্তব্য দিবে।

প্রত্যাশিত ফলাফল: ১. শিশু শিক্ষার্থীদের যে কোন পরিবেশে কথা বলার সাহস ও যোগ্যতা সৃষ্টি হবে। ২. শিশু শিক্ষার্থীদের কথা বলার জড়তা দূর হবে। ৩. শিশু শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক বিদ্যালয় হতেই একজন সুবক্তা হিসাবে গড়ে উঠবে।

প্রকল্প এলাকা ও মেয়াদ: যশোর ও ১২ মাস

যে কারণে উদ্ভাবনী: প্রাথমিক বিদ্যালয় হতেই বক্তব্য দেয়ার দক্ষতা অর্জন করে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ।

প্রয়োজনীয় বাজেট: কোন টাকা খরচ হবে না।

বাজেট বিভাজন: ক্ষুদে বক্তা ইনোভেশনটি বাস্তবায়নে অতিরিক্ত কোন অর্থের প্রয়োজন হবে না।

সংযুক্তি:

প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কোন প্রকার হয়রানি ব্যতীত অর্থ ও সময়ের অপচয় রোধ করে শিক্ষকবৃন্দকে তাদের কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদান করা যায়।

বাস্তবায়ন কৌশল: ১. শিক্ষকদের সেবা সম্পর্কে অবহিত করা। ২. ২০৫০ সাল পর্যন্ত যে সকল শিক্ষক পি আর এল এ যাবেন তাদের তালিকা প্রস্তুতকরণ। ৩. উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সাথে সরাসরি যোগাযোগের জন্য পিআরএল/পেনশনভোগীদের জন্য অফিসে ২টি চেয়ার সংরক্ষণ। ৪. পিআরএল/পেনশন সেবা পেতে যে সকল কাগজপত্র দাখিল করতে হয় তার নমুনা কপি অফিসে সংরক্ষণ। ৫. যে সকল শিক্ষক পিআরএল এ যাবেন তাদেরকে ১ মাস আগেই আবেদন করার জন্য অবহিতকরণ ও আধা সরকারি(ডিও) পত্র প্রদান। ৬. সেবা গ্রহণে হয়রানি রোধে অফিসে অভিযোগ বাক্স স্থাপন।

প্রত্যাশিত ফলাফল: ১. শিক্ষকবৃন্দের সময় ও অর্থের অপচয় রোধ হয়। ২. চাকুরি শেষে হতাশাগ্রস্ত হতে হয় না। ৩. উপজেলা শিক্ষা অফিসে এসে হয়রানির স্বীকার হতে হয় না। ৪. শিক্ষকবৃন্দ চাকুরি শেষে তাদের ন্যায্য পাওনা সহজে পেতে পারেন। ৫. প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের প্রতি বিরূপ ধারণা দূরীভূত হয়।

প্রকল্প এলাকা ও মেয়াদ: যশোর ও ১২ মাস

যে কারণে উদ্ভাবনী

	সময়---------	খরচ(টাকায়)--	যাতায়াত(বার)
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে:	২০ দিন	২০০+৫০০	৫
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে:	৭দিন	১৫০+২০০	২

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহীতার প্রত্যাশিত বেনিফিট: ১৩ দিন ৩৫০ টাকা ৩ বার যাতায়াত কম।

প্রয়োজনীয় বাজেট: কোন টাকা লাগবে না। সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে আন্তরিকতাই যথেষ্ট।

বাজেট বিভাজন: কোন বরাদ্দের প্রয়োজন নাই।

সংযুক্তি:

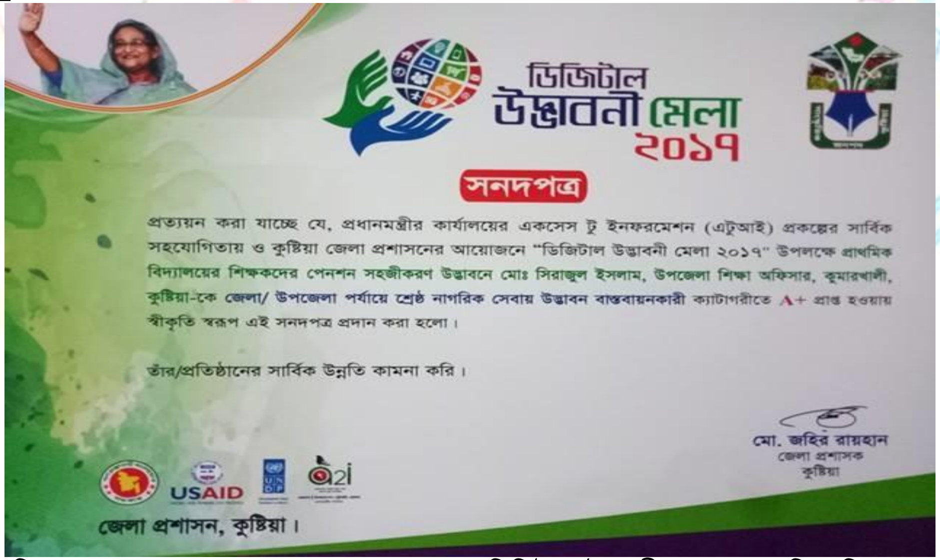

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ২০১৭ সালে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় প্রাথমিক শিক্ষকদের পেনশন সেবা সহজীকরণে "আর নয় টেনশন,সময় মত পেনশন" ইনোভেশনটি জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বাস্তবায়নকারী ক্যাটাগরিতে A^+ প্রাপ্ত হয়।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ২০১৭ সালে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় প্রাথমিক শিক্ষকদের পেনশন সেবা সহজীকরণে "আর নয় টেনশন,সময় মত পেনশন" ইনোভেশনটি জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বাস্তবায়নকারী ক্যাটাগরিতে A^+ প্রাপ্ত হওয়ায় খুলনা বিভাগীয় কমিশনার(বর্তমানে সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়) জনাব আব্দুস সামাদ মহোদয়ের নিকট হতে পুরস্কার গ্রহণ করছেন মো. সিরাজুল ইসলাম।

উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়

কুমারখালী, কুষ্টিয়া।
E-mail:ueokumar@gmail.com

মো. সিরাজুল ইসলাম
উপজেলা শিক্ষা অফিসার
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।
ফোন: ০৭০২৫৭৬৩১৬

ডিও নং: ২২ তারিখ: ০২ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিঃাব্দ।

প্রিয় সহকর্মী সবিতা রানী

আমার সালাম ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন। দীর্ঘ দিন আপনি প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত রেখে দেশ ও মানুষের সেবা করেছেন। অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছাত্র-ছাত্রীদের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন" আপনার ভূমিকা অস্বীকার করার মত নয়। আপনার পরিশ্রমকে আমরা শ্রাধা জানাই। আপনার পরিশ্রমের ফলে অনেক শিক্ষার্থী তাদের ক"ারিয়ার হিসাবে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি আমলা অথবা গুণী রাজনীতিবিদ হতে পেরেছেন। এসএসসি সনদ অনুযায়ী আগামী ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিঃাব্দ তারিখে আপনার বয়স ৫৯ বছর পূর্ণ হবে। সরকারি চাকুরির বিধি আমাদের সকলকে মেনে চলতে হয়। দীর্ঘ দিন চাকুরি করার পর এখন আপনার পাওনা বিনা হয়রানি ও স্বল্প সময়ে নিশ্চয়ই পেতে চান। এজন" আপনার বয়স ৫৯ বছর পূর্ণ হওয়ার এক মাস আগেই উপজেলা শিক্ষা অফিসে পিআরএল এর জন" আবেদন ও সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করা জরুরি। এক্ষেত্রে উপজেলা শিক্ষা অফিসে রক্ষিত পিআরএল ও পেনশনের নমুনা কপি আপনার কাজকে সহজ করতে পারে। প্রয়োজনে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সাথে সরাসরি আলোচনা করতে পারেন। আপনার সুস্বাস্থ্য" ও মঙ্গল কামনা করছি।

আন্তরিকভাবে আপনার

শুভেচ্ছান্তে
সবিতা রানী সাহা
সহকারী শিক্ষক
বুজরুক দুর্গাপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

মো. সিরাজুল ইসলাম

চিত্র: আঁধা সরকারি পত্র

ইনোভেশন নম্বর-৩

উদ্ভাবনী ধারণার শিরোনাম: ক্ষুদে বক্তা

যে সমস্যাটি সমাধান করতে চান তার বিবরণ: সরকারি চাকুরিজীবীসহ অনেকেই সুন্দরভাবে মানুষের সামনে বক্তব্য প্রদান করতে পারেন না। ক্ষুদে বক্তা সৃষ্টি করে শিশুদের ভীতি দূর করার মাধ্যমে ভবিষ্যত সুবক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা।